চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৩.০৪.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামে অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং পার্ক গড়তে চান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং পার্ক করার বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সেনাবাহিনীর একটি প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় হয়েছে। বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সেনাবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল এডমিন খলিলুল্লাহ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন, মেজর আনিছুর রহমান।সভায় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি দলটি মেয়রের সাথে কালুরঘাট বিএফআইডিসি সড়কের পাশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রায় আট একর জায়গায় হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করেন। চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে একটি আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে আলোচনা করেন তারা। তারা জানান, বর্তমানে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ

মানুষ চিকিতসার জন্য বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে, যা একদিকে রোগীদের জন্য কষ্টকর এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রও বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে। হাসপাতালটি নির্মাণ হলে চট্টগ্রামবাসী স্বল্প ব্যয়ে চট্টগ্রামে বসেই আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাসেবা পাবে। হাসপাতালটি চসিকের কর্মরতদের নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে সেবা দিবে। সভায় হাসপাতাল নির্মাণের সম্ভাব্য কাঠামো, সুবিধা ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা মেয়রের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মেয়র দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেন।মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের জনগণের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণে এগিয়ে আসতে চাইছে—এটা নগরবাসীর জন্য অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ। একজন চিকিৎসক ও চট্টগ্রামের মেয়র হিসেবে আমি এ বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কালুরঘাট এলাকায় হাসপাতালটি হলে স্থানীয় বিপুল পরিমাণ মানুষ আধুনিক চিকিৎসাসেবা পাবে। মেয়র আরও উল্লেখ করেন, একসময় নগরীর সুস্থ বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল সার্কিট হাউসের সামনে অবস্থিত শিশু পার্কটি, যা বর্তমানে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। এই পার্কটি পুনর্নির্মাণ করে আধুনিক পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হলে শিশু ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ের জন্য সুস্থ বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই পার্কটি হবে সম্পূর্ণ সুস্থ বিনোদনের জন্য এখানে কোন স্থায়ী বাণিজ্যিক স্থাপনা হবেনা। সেনাবাহিনী যদি এ প্রকল্পে ভূমি প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করে, তবে চসিক প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা মহিউদ্দিন মুরাদ, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল।

শহরকে ভালোবাসতে না পারলে উন্নয়ন টেকসই হবে না”—চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) মাসব্যাপী নালা-নর্দমা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করেছে। এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় চলমান ক্রাশ প্রোগ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকি করেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।সকালে তিনি ১৪নং লালখান বাজার ওয়ার্ডের ইস্পাহানী এলাকা থেকে এমইএস কলেজ পর্যন্ত নালা পরিষ্কার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর গরীবউল্লাহ্ হাউজিং সোসাইটি এলাকায় চলমান পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। পরে ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের আল-আমিন হাসপাতাল থেকে এ.কে খান গেইট পর্যন্ত নালা-নর্দমা পরিষ্কার কার্যক্রম পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।পরিদর্শনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “শহরকে ভালোবাসতে না পারলে উন্নয়ন টেকসই হবে না। এই শহর আমাদের সবার—এটি কোনো ব্যক্তির একক সম্পদ নয়। তাই খাল, নালা ও জলাধার রক্ষা করা নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা নিজেরাই অনেক সময় নালা-খাল দখল ও ভরাট করে জলাবদ্ধতার সমস্যা সৃষ্টি করছি। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালালেই হবে না, নাগরিক সচেতনতা না বাড়লে আবারও একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।”মেয়র জানান, “গত বর্ষা মৌসুমে যেসব এলাকায় জলাবদ্ধতা বেশি হয়েছিল, সেসব এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ভরাট হয়ে যাওয়া নালা-খালগুলো পর্যায়ক্রমে পরিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করা হবে, যাতে আগামী বর্ষায় নগরবাসীকে জলাবদ্ধতার ভোগান্তিতে না পড়তে হয়।”তিনি আরও বলেন, “উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি গণসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। জনগণ যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল না হয়, তাহলে কোনো উদ্যোগই টেকসই হবে না।”এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অভিষেক দাশ, জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা আজিজ আহমদ, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী জিয়াউর রহমান জিয়া এবং মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ)।

চসিক সূত্রে জানা যায়, জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে এই মাসব্যাপী ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় নগরীর গুরুত্বপূর্ণ নালা-নর্দমা ও খালসমূহ নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতা ও প্রকৌশল বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করছে, যাতে বর্ষা মৌসুমের আগেই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা যায়।উল্লেখ্য, প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে চসিকের চলমান এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিপ্লব উদ্যানে উন্নয়নকাজে গতি আনতে মেয়রের কড়া বার্তা: “বাধা দিলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না”চট্টগ্রাম নগরীর ২ নম্বর গেইট এলাকায় অবস্থিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বিপ্লব উদ্যানে চলমান সৌন্দর্যবর্ধন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সঙ্গে কাজের গুণগত মান বজায় রাখার ওপরও জোর দেন তিনি। এ সময় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, আশপাশের কিছু দোকান মালিক উন্নয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন, যার ফলে কাজের গতি ব্যাহত হচ্ছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,“নগরীর উন্নয়ন কাজ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে জিম্মি হতে পারে না। বিপ্লবী উদ্যান শুধু একটি পার্ক নয়, এটি আমাদের ইতিহাস ও স্মৃতির অংশ। এখানে চলমান উন্নয়নকাজে কেউ বাধা দিলে তা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।” তিনি আরও বলেন,“যারা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে উচ্ছেদসহ কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উন্নয়ন কাজ থামিয়ে রাখার সুযোগ কারও নেই।” মেয়র সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের উদ্দেশ্যে বলেন,“আপনারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্ব দেখাবেন। কাজের মান ও সময়—দুটিই নিশ্চিত করতে হবে। নগরবাসী যেন দ্রুত একটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন উদ্যান উপহার পায়, সেটিই আমাদের লক্ষ্য।” তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত কাজ এগিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং নিয়মিত তদারকি জোরদারের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, বিপ্লবী উদ্যানে চলমান সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক অবকাঠামো, সবুজায়ন, হাঁটার পথ, বসার ব্যবস্থা ও দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নগরবাসীর জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্টেশন রোডে অবৈধ দখল বন্ধে কঠোর হুশিয়ারি: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নগরীর ব্যস্ততম স্টেশন রোড এলাকায় রাস্তা দখল করে অবৈধভাবে মালামাল রাখার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি ও যানজটের কারণে সৃষ্ট ভোগান্তি নিরসনে তিনি সংশ্লিষ্ট দোকান মালিকদের প্রতি কড়া হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। মেয়র বলেন, “রাস্তা জনগণের সম্পদ। কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাস্তা দখল করে মালামাল রাখলে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। স্টেশন রোডে দীর্ঘদিন ধরে যে অনিয়ম চলছে, তা বন্ধে সিটি কর্পোরেশন কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।” তিনি আরও বলেন, “ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে। ফুটপাত ও সড়ক দখল করে ব্যবসা করা আইনত অপরাধ। নগরবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করবো এবং প্রয়োজন হলে জরিমানা ও উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা হবে।”মেয়র ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আপনারা নিজ দায়িত্বে রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখুন। অন্যথায় সিটি কর্পোরেশন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।” সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, স্টেশন রোডসহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে শিগগিরই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে। এ অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে পথচারী ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮